যুগান্তর

তারিখ 14 MAY 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে চলছে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি

মুশতাক আহমদ/মামুন আব্দুল্লাহ

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে নেয়া প্রকল্পে অনিয়ম-দুর্নীতির চলছে। নিম্নমানের উপকরণে ও ভুল নকশায় ভবন নির্মাণ, শর্ত অনুযায়ী নলকূপ স্থাপন না করা, শিক্ষকদের ঠিকমতো ক্লাস না নেয়া, তাদের মনিটরিং যথাযথভাবে না করা, প্রশিক্ষণে ফাঁকি, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, প্রশ্ন ফাঁসসহ চলছে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি।

সরকারি সংস্থা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগেরই (আইএমইডি) এক পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে এসব চিত্র। সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ওই বিভাগ থেকে পাঠানো এক প্রতিবেদনে ওইসব অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দেয়া হয়।

দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বাড়াতে দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় বিরাট এই প্রকল্প হাতে নেয়া হয় ২০১১ সালে। এতে ব্যয় ধরা হয় ২২ হাজার ১৯৬ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের

দুর্নীতি : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

দুর্নীতি : নানা অনিয়ম

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

স্তরে স্তরে দুর্নীতির কারণে এর মূল লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এতে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল তা থেকেই যাচ্ছে।

জানা গেছে, এর আগে এই একই প্রকল্পের ব্যাপারে আইএমইডি থেকে আরেক দফা দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ তুলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা, তা আজ পর্যন্ত আইএমইডিকে জানানো হয়নি।

জানা গেছে, প্রকল্পের অধীনে দেশব্যাপী ৩ হাজার ৬৮৫টি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, ২ হাজার ৭০৯টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ, একজন শিক্ষকের অনুকূলে ৪০ জন ছাত্রের সমন্বয় তথা অনুপাত ১:৪০ তে নামিয়ে আনা বা নতুন শিক্ষক নিয়োগ, ১ লাখ ২৮ হাজার ৯৫৫টি টয়লেট স্থাপন, ৪৯ হাজার ৩০০টিটি নলকূপ, ৫৩ হাজার ৭৫০টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ, ১১ হাজার ৬০০টি শ্রেণীকক্ষ মেরামত ও জেলা উপজেলায় রিসোর্স সেন্টার করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ শুরু হবার পর গত জুন পর্যন্ত হিসেবে ৩ হাজার ৬০৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু যে কাজ করা হয়েছে তাতে গুণগত মানের প্রতি কোনো নজর দেয়া হয়নি। যেনতেনভাবে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। এতে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষার মান ফিরিয়ে আনতে সবচেয়ে বড় বিষয়, বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উপস্থিতি। বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা ঠিক সময়ে উপস্থিত হন না। এজন্য তদারকি করার কথা উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের। কিন্তু তারাও তাদের দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করেন না। এছাড়া শিক্ষকদের প্রশিক্ষণেও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ স্থাপনে দুর্নীতি হয়েছে, একই সঙ্গে নির্মিত ভবনের গুণগতমান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক নয়। এর ফলে শিক্ষার গুণগত মান উন্নীতকরণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। এর পেছনে বাস্তবায়নকারী সংস্থার অবহেলাই মূল কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালকের (পিডি) দায়িত্বে থাকা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ যুগান্তরকে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান ফিরিয়ে আনতে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে দুর্নীতি হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি জানান, নলকূপ স্থাপন, নির্মাণ কাজ ও আসবাবপত্র কেনাকাটার কাজটি তারা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের (এলজিইডি) মাধ্যমে করানো হয়। এতে দুর্নীতির প্রমাণ পেলে এলজিইডি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলে পুনঃস্থাপন অথবা সংস্কার করার ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষকদের সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থাকার বিষয়টি সত্য হতে পারে জানিয়ে তিনি বলেন, এজন্য আমাদের তদারকি বাড়ানো হয়েছে, প্রয়োজনে আরও জোর দেয়া হবে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এ প্রকল্পের আওতায় ভোলার অফিসার পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মিত ভবনের বিম ও আরসিসি পিলারের কম্প্যাক্ট ঠিক মতো হয়নি। ভবন নির্মাণে প্রকল্পের নকশা যথাযথভাবে মানা হয়নি। এককথায় নির্মাণমান ও শৈলী অসন্তোষজনক। এছাড়া নিম্নমানের সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে দায়সারাভাবে কাজ করা হয়েছে। একই কাজে উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ঠিক মতো মনিটরিং করেনি। এ বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল প্রায় ১ কোটি টাকা। একই অঞ্চলের ওয়েস্টার্নপাড়া প্রাথমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্মাণে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১ কোটি ৩১ লাখ টাকা। কিন্তু এখানে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত রডের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি অনুসারে ৪০ গ্রেডের রড ব্যবহার করার কথা থাকলেও স্ক্র্যাপ রড ব্যবহার করা হয়েছে যা অনেক সময় টেস্টে টিকে গেলেও এটি টেকসই হয় না। এ বিদ্যালয়ের যে আসবাবপত্র ব্যবহার করা হয়েছে তা একবারেই নিম্নমানের। এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী আখতার হোসেন যুগান্তরকে বলেন, 'আইএমইডির রিপোর্টটি এখনও আমরা হাতে পাইনি। রিপোর্ট না দেখে কিছু বলতে পারব না।' এ সময় তিনি বলেন, 'এখানে দুর্নীতির কি আছে?' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যদি দুর্নীতি থাকে তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ প্রকল্পে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ছাড়াও দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান আইডিএ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও ডিএফআইডি যৌথভাবে বিনিয়োগ করছে। দাতা সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে মানহীনতা ও দুর্নীতির অভিযোগ অনেক আগের। এ প্রকল্পে দুর্নীতির বিষয়টিও আবার এক নতুন মাত্রা যোগ করল বলে জানান পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে নাম প্রকাশ না করে বিশ্বব্যাংকের এক কর্মকর্তা মঙ্গলবার রাতে যুগান্তরকে বলেন, কোনো প্রকল্পে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ পেলে তা খতিয়ে দেখতে সরকারকে চিঠি দেয়া হয়। তথ্য-প্রমাণের পরও সরকার ব্যবস্থা না নিলে সে ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থার পরবর্তী কোনো প্রকল্পে অর্থায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।